বই এবং

আন্দালিব রাশদী

বই মৃত। পঞ্চদশ শতকের প্রযুক্তিকে পৌরসভার আবর্জনার গাড়িতে তুলে দিন–এমন ভয়ংকর কথা শুনলে আমার মতো কাগজ-ছাপা বইয়ের পাঠক মেজাজ তো খারাপ করবেনই। প্রথম ছাপাখানার কারিগর গুটেনবার্গের (Gutenberg) আত্মা রেগেমেগে অমন কথা যিনি বলবেন তার ঘাড়ও মটকে দিতে পারেন!

ছবি: কাদার ট্যাবলেটে সুমেরিয়ান ভাষার বই খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০-২২০০

যখন কাদামাটি কিংবা ধাতব প্লেটে বই লেখা হতো সেই লেখকরাও শুরুতে ভাবেন নি যে, প্যাপিরাস এসে ভারী ভারী এক একটা বই হঠিয়ে দিয়ে কম পরিসরের বই হিসেবে বছরের পর বছর টিকে থাকবে।

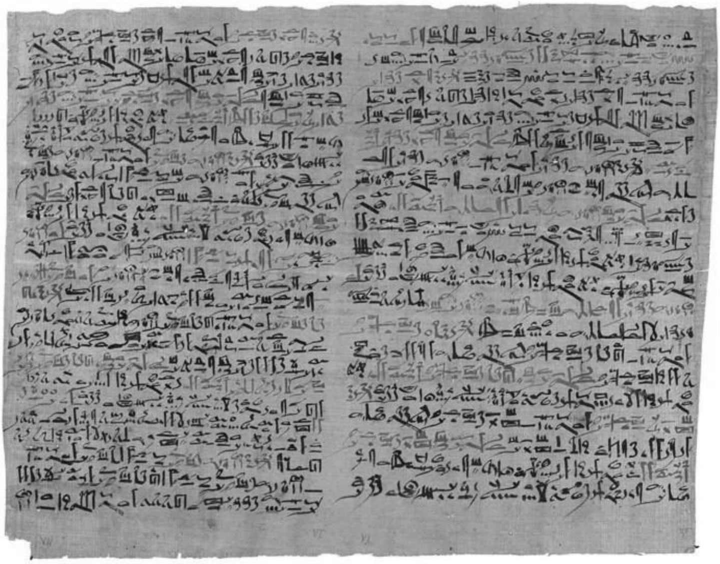

ছবি: প্রাচীন মিশরে প্যাপিরাসে লিখিত চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রথম বই

বহনযোগ্য ধাতব টাইপ ব্যবহার করে ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে একালের প্রথম বই ‘গুটেনবার্গ বাইবেল’ প্রকাশিত হয়। টাইপ তৈরির জন্য জন্য যে মণ্ড তৈরি করা হয় তাতে শিসা, টিন ও অ্যান্টিমনি ব্যবহার করা হয়।

ছবি: নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত গুটেনবার্গ বাইবেল

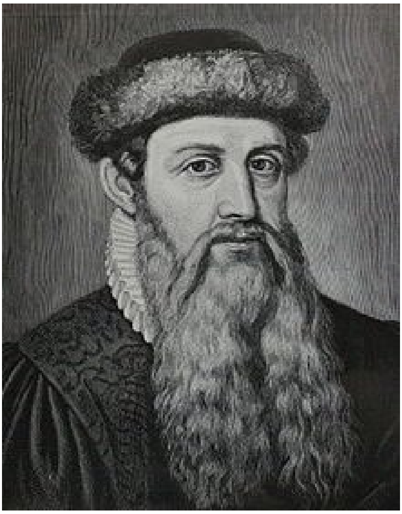

ছবি: ইউহানেস গুটেনবার্গ (১৩৯৮–৩ ফেব্রুয়ারি ১৪৬৮)

জার্মানির ইউহানেস গুটেনবার্গ বিপ্লব, রেনেসাঁ, রিফর্মেশন, দ্য এজ অব এনলাইটেনমেন্ট ও সাইন্টিফিক রেভুলিউশনের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তারপর ৫৪০ বছর কেটে যায়। মুদ্রণশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। তারপরও বই কিন্তু কাগজ, ছাপাখানা, বাঁধাই–এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি।

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না কিন্তু দেখা যায়, পড়া যায় এবং সযত্নে রেখেও দেওয়া যায় এমন একটি বই বিক্রি হলো। বইয়ের লেখক ডগলাস হফসতাদার (Douglas Hofstadter), বইয়ের নাম Fluid Concepts of Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought. এত দিনে কি তবে গুটেনবার্গ প্রযুক্তি বাস্তব হুমকির মুখে পড়ল!

গুটেনবার্গের মতোই একটানা লেগে থেকে যিনি এ-কাজটি করলেন তার নাম জেফ বেজোস (Jeff Bezos) নামের আমেরিকান এক যুবক, তাঁর জন্ম ১২ জানুয়ারি ১৯৬৪। তিনিই 'আমাজন ডট কম'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে, মাত্র দু-বছরের মাথায় আমাজন দাবি করে বসল যে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান। খানদানি বইয়ের দোকানগুলো চটে গেল। বার্নস অ্যান্ড নোবেল মিথ্যাচারের অভিযোগ এনে আমাজনের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিল ১৯৯৭-র মে মাসে। তাদের দাবি এটা আদৌ কোনো বইয়ের দোকান নয়, বরং জেফকে বলা যায় বইয়ের

দালাল। ১৯৯৮-তে ওয়ালমার্ট মামলা করল এই দাবিতে যে, আমাজন তাদের ব্যবসায়ের গোপন সূত্র চুরি করেছে।

ছবি: জেফ বেজোস

জেফ বেজোস তখন এমনিতেই 'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা। মামলার কারণে নয়, ক্ষতি সামলে উঠতে পারছেন না। এরই মধ্যে টাইম ম্যাগাজিন আর্থিক দৈন্যদশায় ডুবে থাকা মানুষটিকে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'পার্সন অব দ্য ইয়ার' ঘোষণা করল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইয়ের দোকানের মালিকরা স্থানীয় ট্যাক্স অফিসের স্বীকৃতিটুকু কেবল পেয়েছেন, আর টাইম ম্যাগাজিন আমাজনের মালিক হিসেবে তাকে 'বছরের সেরা ব্যক্তি' নির্বাচন করেছে!

দ্য গার্ডিয়ানের সমীক্ষায় (২০০৮) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি বইয়ের দোকান হচ্ছে:

১০. হ্যাচার্ড (১৯৯৭-তে প্রতিষ্ঠিত, লন্ডনের পিকাডিলিতে)
৯. কিবুনসিয়া (জাপানের কিয়োটোতে)
৮. এল পেনডুলো (মেক্সিকো সিটি)
৭. পোসাডা (ব্রাসেলস)
৬. স্কার্থিন বুকস (ক্রমফোর্ড)
৫. বোর্ডারস (গ্লাসগো)
৪. সেলেট হেডকোয়ার্টার্স কমিক বুকস্টোর (লস অ্যাঞ্জেলেস)
৩. লিব্রারিয়া (লন্ডন)

২. এল অ্যাটেনিও (বুয়েনস আইরেস)
১. বোয়েখান্দেল সেলেক্সিজ ডোমিনিকানেন (মাসট্রিখট)

গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তালিকায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান নিউইয়র্ক সিটির ফিফথ অ্যাভিনিউর 'বার্নস অ্যান্ড নোবেল' কলেজ বুকস্টোর। ফ্লোর-স্পেসের হিসেবে ধরলে এটিই সর্ববৃহৎ। কিন্তু শেলফ-স্পেস বিবেচনা করলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান যুক্তরাষ্ট্রের পোর্টল্যান্ডের পলওয়েলস বুকস।

টরন্টোর একটি বইয়ের দোকানের নামই ছিল 'ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট বুক স্টোর।' তিনতলা ভবনের তিনটি তলাতেই মোট ২০ কিলোমিটার শেলফ জুড়ে কেবল বই আর বই। ১৯৮০-তে প্রতিষ্ঠিত এই বইয়ের দোকানটি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ভবনটি গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। এখন এখানে চারটি রেস্তোরাঁ নির্মিত হচ্ছে।

আমাজনের ধাক্কা পৃথিবীর সব বড় বড় বইয়ের দোকানে লেগেছে। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে আমাজন প্রথম লাভের মুখ দেখে। এখন আমাজনের কর্মচারির সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৫ হাজার। আর জেফ বেজোস পৃথিবীর পঞ্চম শ্রেষ্ট ধনী, সম্পদের পরিমাণ ৭০.৪ বিলিয়ন ডলার। তিনি 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকাটিও অনেক খরিদ্দারকে টেক্কা মেরে কিনে নিয়েছেন। তিনি বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন সনাতন প্রকাশনা জগৎকে।

ই-বই ছাপা-বইকে মার দেবেই। ছাপা বই সাড়ে পাঁচশত বছর রাজত্ব করেছে, আর কত?